'৪০ লাখ টাকার' ছাত্রলীগ নেতাকে ফের ধাওয়া

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাকর্মীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের ঢাকায় বৈঠক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ২৭ অক্টোবর, ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যাবে ৩ মিনিটে

প্রিন্ট

অ- অ অ+

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রাকিবকে আবারও ক্যাম্পাসে ধাওয়া দিয়েছেন তাঁর সংগঠনের কর্মীরা। এ নিয়ে কর্মীদের চতুর্থ দফা ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে গেলেন রাকিব। গতকাল শনিবার বিকেল ৪টার দিকে ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ভেঙে দিলে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে লাঞ্ছিত করা হবে না–এই অঙ্গীকারনামা নিলেও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ এখন পর্যন্ত বিষয়টির কোনো সুরাহা করেনি।

রাকিবুল ইসলাম রাকিব গতকাল তাঁর স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ভাইভা (মৌখিক পরীক্ষা) দিতে ক্যাম্পাসে আসেন। মৌখিক পরীক্ষা শেষে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতে প্রশাসন ভবনে যান তিনি। এ খবর ছাত্রলীগকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে দলীয় টেন্ট (ছাত্রসংগঠনের বসার স্থান) থেকে শতাধিক কর্মীর মিছিল বের হয়। মিছিলে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন তাঁরা। মিছিল শেষে প্রশাসন ভবনের সামনে সমাবেশ করেন কর্মীরা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এ সময় রাকিব প্রশাসন ভবনের মধ্যেই ছিলেন। সমাবেশ শেষে কর্মীরা দলীয় টেন্টে এসে অবস্থান করেন। পরে প্রশাসন ভবন থেকে লুকিয়ে বের হয়ে যান রাকিব। এ খবর পেয়ে তাঁর গাড়ি তাড়া করেন কর্মীরা। এ সময় ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

গত ১২ সেপ্টেম্বর কালের কণ্ঠে ছাত্রলীগের ইবি শাখার সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলামের ৪০ লাখ টাকার বিনিময়ে সাধারণ সম্পাদক হয়ে আসার স্বীকারোক্তিমূলক অডিও ফাঁস হয়। এর পর থেকে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন কর্মীরা। এরপর সম্পাদককে তিন দফায় ক্যাম্পাস থেকে ধাওয়া দেন কর্মীরা। গতকাল চতুর্থ দফায় তাড়া করেন তাঁকে। ইবি ছাত্রলীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক উপসম্পাদক জুবাবের হোসেন বলেন, 'টাকা লেনদেনের এই কমিটি কর্মীরা মানে না। একজন দুর্নীতিবাজ প্রমাণিত নেতা দলের কোন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এখনো পদে বহাল আমার বোধগম্য নয়। পলাশ-রাকিবকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে কর্মীরা।'

সম্প্রতি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রাকিবসহ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কেন্দ্র থেকে ডেকে পাঠান। ঢাকায় কেন্দ্রীয় নেতারা সবার সঙ্গে কথা বলেন এবং অভিযোগগুলো শোনেন। বৈঠকে এই বিতর্কিত কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি করার দাবি জানান কর্মীরা। কমিটি ভাঙার পর পলাশ ও রাকিবকে কোনো প্রকার লাঞ্ছনা করা হবে না–এই মর্মে বিদ্রোহী কর্মীদের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি লিখিত অঙ্গীরনামাও নিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে কোনো সমাধান করেনি কেন্দ্র। এমনকি এই অডিও ফাঁসের পর এখনো কোনো তদন্ত কমিটিও করেনি তারা। এ বিষয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাহিয়ান খান জয় ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্যের মুঠোফোনে কল দিলেও তাঁরা রিসিভ করেননি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, 'আমি ক্যাম্পাসে প্রবেশের সময়ই প্রক্টরকে জানিয়েছি এবং একজন সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে আমার নিরাপত্তা চেয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আর বিদ্রোহীরা একটি ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে যে অশ্রাব্য ভাষায় স্লোগান দিয়েছে, তাতে আমি সংগঠনের

নেতা হিসেবে কষ্ট পেয়েছি। কেন্দ্রের সুদৃষ্টি কামনা করছি।'